দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 04 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

সেই পুরনো চেহারায় ছাত্রলীগ

বিশ্বজিতের পর আবার হামলা

■ আবুল খায়ের

বিশ্বজিতের রক্তের দাগ মুছতে না মুছতেই আবারো সেই পুরনো চেহারা দেখাল ছাত্রলীগ। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের চাপাতি নৃশংসতার পর এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর আগ্নেয়াস্ত্র পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

সেই পুরনো চেহারায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিয়ে হামলা চালাল ছাত্রলীগ। তারা কলংকিত করল ছাত্র রাজনীতিকে। সমালোচনার তোপের মুখে ফেলেছে সরকারকে।

দেশের সবকয়টি গণমাধ্যমে ফলাও করে ছাপা হয়েছে অস্ত্রধারী ছাত্রলীগ নেতাকর্মী ও আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের ছবি। অথচ গতকাল সোমবার পর্যন্ত জড়িত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্যাডাররা। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিও জড়িতদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক কোন ব্যবস্থা নেয়নি। একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাদের দায়িত্ব শেষ করেছে।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলমের সঙ্গে গতকাল সন্ধ্যার পর কয়েক দফা ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তিন দফা ফোন করার পর পাওয়া যায় সাধারণ সম্পাদককে। জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, অস্ত্র হাতে যাদের ছবি ছাপা হয়েছে তাদের মধ্যে ইমন ও সেতুকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক জানান, ক্যাডারদের অস্ত্র ও টাকা সরবরাহ করে থাকে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল। এই ক্যাডারদের দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে মহলটি তাদের স্বার্থ হাসিল করে। রাবির ছাত্রলীগ ক্যাডারদের গুলিবর্ষণও ওই মহলের ইন্ধনেরই অংশ।

রাবির এই সহিংস ঘটনা নিয়ে গতকাল সাধারণ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, ছাত্রনেতা, কর্মকর্তা, পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপকালে তারা দিয়েছেন ক্যাডার রাজনীতি সম্পর্কে নানা তথ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, বর্ধিত ফি, সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স কোর্স বাতিলের দাবিতে এক সপ্তাহ ধরে ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলন করে আসছে। প্রথমে রাবির ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র মৈত্রী, ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্রফ্রন্টের ব্যানারে আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়া হয়। এ আন্দোলনে কৌশলে শিবিরের নেতাকর্মীরা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ঢুকে পড়ে। আন্দোলনকে ছাত্রলীগও সমর্থন দেয়। শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের প্রধান দাবি বর্ধিত ফি আদায় স্থগিত করেন। সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স কোর্স বাতিল প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষ বলেন, এটা একাডেমিক বিষয়। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। এটাকে পুঁজি করে জামায়াত-শিবির সমর্থিত শিক্ষক ও শিবিরের নেতাকর্মীরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের উস্কে দেয়। পরে রবিবার শুরু হয় আন্দোলন। জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকদের গ্রুপটি কৌশলে ছাত্রলীগের ক্যাডারদের আন্দোলনকারীদের নিয়ন্ত্রণ করতে উস্কে দেয়। মূলত ছাত্রলীগের এই সকল ক্যাডাররা শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। একশ্রেণীর শীর্ষ নেতাকে লাখ লাখ টাকা উৎকোচ দিয়ে শিবিরের ওই সকল নেতারা ছাত্রলীগের ভালো ভালো পদ ভাগিয়ে নেন। তারা ছাত্রলীগের ব্যানারে থেকে গোপনে শিবিরের কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। রবিবারে ছাত্রলীগের সেই ক্যাডারদের চরিত্র প্রকাশ্যে ফুটে উঠেছে। এজন্য আওয়ামী লীগের কিছু সংখ্যক ঘুষখোর নেতা দায়ী। দাবি মেনে নেয়ার পরে হঠাৎ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীকে খেপিয়ে তোলা এবং ছাত্রলীগের ক্যাডার দিয়ে হামলা করানোর পিছনে জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকদের ষড়যন্ত্রের অংশ বলে কয়েকজন শিক্ষক জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স কোর্স চলছে বহুদিন ধরে। সেখানে কোন সমস্যা হয় না। রাবিতে সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স কোর্স চালু আছে। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু নিয়ে এতো বড় সহিংস ঘটনা ষড়যন্ত্রের অংশ। রাবির ভিসি অধ্যাপক মো. মিজান উদ্দিন বলেন, ২০১০ সালে বিজনেস স্ট্যাডিজ ও আইন অনুষদের অধীনে বিভাগগুলোতে সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স কোর্স বহাল থাকলেও তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শুধুমাত্র সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাতটি বিভাগে চালুকৃত মাস্টার্স কোর্স বাতিল করে। বর্তমান প্রশাসন একাডেমিক স্বার্থে শিক্ষাপরিষদ ও সিন্ডিকেটের অনুমোদন নিয়ে জানুয়ারি থেকে ওই ৭টি বিভাগের মাস্টার্স কোর্স চালু করে। সাবেক ভিসির আমলে সাড়ে ৩শ শিক্ষকসহ প্রায় ১০৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী দলীয়ভিত্তিতে নিয়োগ দেন। এই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক খাতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাবির বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ৭৫ কোটি টাকা গিয়ে দাঁড়ায়। আন্দোলনের নেপথ্যে এই ইস্যুটি কাজ করেছে বলে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়।

র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক কর্নেল জিয়াউল আহসান বলেন, চিহ্নিত ক্যাডারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পুলিশের আইজি হাসান মাহমুদ খন্দকার বলেন, ফৌজদারী অপরাধের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে। রাবির হামলার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের জোর প্রচেষ্টা চলছে বলে আইজিপি জানান।